গরমে নাজেহাল দিনমজুরদের পানি,গামছা ও ক্যাপ দিলেন মেয়র

চলছে গ্রীষ্মের তাণ্ডব। ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা। সবমিলিয়ে জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। এই তীব্র গরমে মেহেরপুরের দিনমজুর ও সাধারণ পথচারীদের স্বস্তি দিতে সুপেয় পানি, গামছা ও ক্যাপ বিতরণ করেছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে দিনমজুর ও পথচারীদের মাঝে এ বোতলজাত বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়।

পৌর শহরের শতশত পথচারী ও রিক্সা চালকদের হাতে এইসব জিনিস তুলে দেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন এবং প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন।

এসময় পৌর মেয়র বলেন, চলমান তাপপ্রবাহের কারণে মানুষ প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে আছে। বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষরা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না। একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে উঠছেন। গরম থেকে কিছুটা প্রশান্তি দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পৌর কমিউনিটি সেন্টার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যাতে পথচারী মানুষ আশ্রয় নিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবারো কাজ শুরু করতে পারে। এছাড়াও সুপ্রিয় স্যালাইন পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৫ সাল পর্যন্ত মেহেরপুর পৌরসভা একটি গ্রীন জনে পরিণত করব এবং প্রত্যেকটি বাসা বাড়িতে ছাদ বাগান করার জন্য উৎসাহিত করব। মেহেরপুর পৌর সভায় যাতে প্রচুর পরিমাণ গাছ থাকে সেই জন্য তাৎক্ষণিক ১০ হাজার গাছ আমরা রোপণ করবো।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, পৌর সচিব জি. এম. ওবায়দুল্লাহ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মহাসিন আলী, কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর হোসেন, আল মামুন, আব্দুর রহিম, মুস্তাক আহমেদ, শারমিন সুলতানাসহ পৌর কর্মচারীরা।

দর্শনা পৌরসভায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দর্শনা পৌরসভায় একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে দর্শনা পৌরসভার হল রুমে অনুষ্টিত প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ মফিজুর রজমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযুদ্ধো রুস্তম আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী মাষ্টার, বীর মুক্তিযুদ্ধা রেজাউল করিম সবুর, নাগরিক কমিটির আহবাহক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা ডি এস মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিউদ্দিন, সমাজ সেবক জাহিদুল ইসলাম, পৌর প্যালেন মেয়র রবিউল হক সুমনের।

কাউন্সিলার এনামুল হকের উপস্থাপনায়, আরও আলোচনা করেন, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান, দর্শনা গনউন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান,পৃর্ব রামনগরের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ,দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দু প্রমুখ।

ঝিনাইদহ পৌরসভার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহ পৌরসভার সামনে ৭হাজার ৭”শ অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেণ।

এসময় পেনেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু, পৌরসভার সচিব মোস্তাক আহাম্মেদ, মহিলা কাউন্সিলর অঞ্জুয়ারসহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। কম্বল বিতরণের আগে মেয়র হিজল বলেন এই কম্বল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া উপহার এর সাথে আমেদের ব্যক্তিগত কিছু আছে এরপর আরও শীতবস্ত্র দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী কাউকে অভুক্ত, গৃহহীন, শীতার্ত রাখবে না। আমরাও কাউকে শীতার্ত রাখতে চাইনা । প্রয়োজনে পৌরসভায় অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কম্বল পৌছে দেওয়া হবে। আমার দাদা ভাই মহুল ভাই আপনাদের দোয়া আর সহযোগীতায় এমপি হয়েছে তিনি ৩০হাজার কম্বল বিতরণ করবেন। তাই এখানে যারা পাচ্ছেন না তারা হতাশ হয়েন না আমরা সবাইকে কম্বল দিব। তিনি সকলকে শান্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহার শীতবস্ত্র নেওয়ার আহবান জানান।

মেহেরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়।

আজ মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড নতুন পাড়া মোড়ে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন তানিমের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌরসভার ১নং ওর্য়াড নতুন পাড়া আওয়ামী লীগের সভাপতি আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, তানসেন, হায়াৎ সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে বিজয় দিবস পালন

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালের মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী অফিসার নিখাইল ইসলাম, পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন,পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদসহ পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলে বিএডিসিতে উঠান বৈঠকের অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কালাম রুনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিশেষ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নাম্বার ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সম্পাদিকা শারমিন আক্তার, সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্মক্ত বাজেট ঘোষণা

দর্শনা পৌরসভার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্মক্ত বাজেট ঘোষণা

অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এক বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে দর্শনা পৌরসভার (প্রস্তাবিত) বাজেট ঘোষনা করা হয়েছে মোট ২৬ কোটি ১ লক্ষ ৩ হাজার ৯১০ টাকা ৪৯ পয়সা ও ব্যায় ধরা হয়েছে ২৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪৪ টাকা।

এ উন্মক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুর রহমান মনজু।

দর্শনা পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার সাজেদুল ইসলামের সঞ্চলনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. মফিজুর রহমান, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন, হাজী জাহিদুল ইসলাম, সমাজ সেবক হাজী আকমত আলী।

দর্শনা রেলবাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি টিপু সুলতান, এরশাদ আলী মাষ্টার, দর্শনা সোনালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার আব্দুল লতিফ। এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব ও দর্শনা পৌর আ.লীগের যুগ্ন সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আ.লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম, দর্শনা সিডিএলের পরিচালক আবু সুফিয়ান, আশরাফুল ইসলাম, দর্শনা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হবা জোয়ার্দার, সমাজ সেবক হাজী আব্দুল মমিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্মচারী সহ রাজনৈতিক, সমাজিক ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় বৈদ্যুতিক খুঁটি রেখেই ড্রেন নির্মাণ, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে সড়কের নালা (ড্রেন) নির্মাণকাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। খুঁটি অপসারণ না করেই নালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এভাবে নালা নির্মাণ করা হলে পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও বিদ্যুতের খুঁটি দ্রুত অপসারণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানিকে (ওজোপাডিকো) বারবার অনুরোধ করেছে। বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণ না করায় স্লাব দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যুৎ বিভাগ জানায়, পোল উত্তোলনে কোন চিঠি কিংবা যোগাযোগ করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে গত ৫ জুলাই বৈদ্যুতিক খুঁটির গোড়াই স্লাব না থাকায় ড্রেনের পানিতে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শিশু মৃত্যুর গত ৩দিন অতিক্রম হলেও এখন পর্যন্ত খুঁটি অপসারণ ও স্লাব দেবার কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ । এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পৌর এলাকার কলেজপাড়া সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে দুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে চলতি বর্ষায় পানি নিষ্কাশনের জন্য উন্নত কোনো ব্যবস্থা নেই। যে কারণে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ ওই এলাকার মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। বড় বড় খানাখন্দ, উঁচু-নিচু গর্ত আর সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে শহরের প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সড়কের পাশে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ওজোপাডিকো ভবন।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, জলাবদ্ধতা নিরসনে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জনস্বাস্থ্য অধিদফতরের উদ্যোগে কলেজপাড়া ও এরশাদপুর সড়কে আরসিসি পয়োনালা নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ের ৫ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান। ইতিমধ্যে ৩

কিলোমিটার কাজ শেষ হয়েছে। তারা আশাবাদী, দ্রুত সময়ের মধ্যে বাকি কাজ সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যেই কলেজপাড়া সড়কের টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

কাজের ঠিকাদার মো. মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়াদ্দার বলেন, এই বিদ্যুৎ পোল অপসারণের জন্য কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়। তারা কিছু পোল অপসারণ করে অন্যত্রস্থানে স্থাপন করেছে। কিন্তু কলেজপাড়া ও এরশাদপুর গ্রামে ড্রেনে পোল অপসারণে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় নালা (ড্রেন) নির্মাণকাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হচ্ছে এই বিদ্যুৎ পোলের জন্য। এখন ঠিকাদার মাঠপর্যায়ে এসে পোল অপসারণ করলেই ড্রেনের কাজ আবারও পুরোদমে শুরু করা হবে। দীর্ঘ নালার বাকি কাজ বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণের মাধ্যমে শিগগিরই ড্রেনের উপরে স্লাব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জানান।

ড্রেন থেকে বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর বিষয়ে ওজোপাডিকোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাহিনুর রহমান বলেন, পোল সরানোর বিষয়ে আমরা কোন চিঠি পায়নি। কিন্তু শুধু চিঠি পেলে তো হবে না। পোল সরানোর খরচের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

আসন্ন রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহ পৌরমেয়রের আমন্ত্রণে দুই তুরস্ক নাগরিকের উদ্যোগে ৬ হাজার হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ ও বিপুল পরিমান নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের গিলাবাড়িয়া গ্রামে কিংশুক ইট ভাটায় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল এই ত্রাণ বিতরণ উদ্বোধন ঘোষণা করেণ।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণ করেণ তুরস্কের নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাহসিন ইয়াজান এবং ফাতিইলমালী। এছাড়াও

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তবিবুর রহমান লাবু ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, পৌরসভার মেয়রের আহবানে আমরা এদেশে এসেছি, বাংলদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র আমরা তার ডাকে সাড়াদিয়ে ঝিনাইদহের দরিদ্র মানুষের মাঝে কিছুটা সহায়তার হাত বাড়িয়েছি। আমাদের এই সহযোগীতার হাত অব্যাহত থাকবে বলেও আশাকরছি। এবিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল বলেন তুরস্কের নাগরিক তাহসিন ইয়াজান এবং ফাতিইলমালী হলেন আমাদের ব্যবসায়িক বন্ধু আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন এবং তারা নিজেরা উদ্যোগি হয়ে ঝিনাইদহে ৬ হাজার মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের পারিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো পবিত্র রমজান উপলক্ষে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

তাছাড়া পৌরসভা থেকে যা করা যায় সেটাতো অবশ্যই থাকবে, সব মিলে ঝিনাইদহের ৫০ থেকে ৫৫হাজার মানুষ এই ত্রাণের সুবিধা ভোগ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেণ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

আলমডাঙ্গায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একই সাথে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ৫২টি ক্যামেরা। এতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আশাবাদ জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে নিরাপত্তার জন্য

সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছিল পৌরবাসী। ইতো পূর্বে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা সব ক্যামেরা অকেজো হয়ে যায়। যা অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যায়।

সেই দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের অর্থায়নে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যায়ে পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ইতো মধ্যে শেষ হয়েছে।

মাস ব্যাপী আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ও বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্যামেরা স্থাপন কাজের সার্বক্ষণিক দেখভাল করেন হাবিবুল করিম চনচল।

পৌরবাজার ব্যবসায়ীরা বলেন, পৌর শহরের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় এই সিসি ক্যামেরা অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া পুলিশ এই সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার কারণে বাজার এলাকায় যানজট কমে আসবে।

বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর কারণে বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আইনখৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর এতে চুরি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ অনেকটাই কমে আসবে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, এই সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে পৌর শহরে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হলে পুলিশ সহজেই অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বক্ষণিক থানার ডিউটি অফিসে দায়িত্বরত অফিসার দ্বারা নজরদাড়ি রাখা হচ্ছে।